ইসলামী শ্রমনীতির সুফল

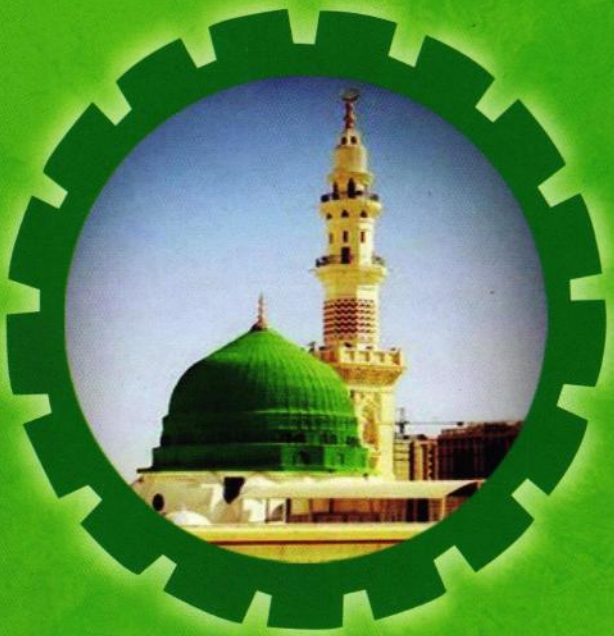

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

ইসলামী শ্রমনীতির সুফল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

ইসলামী শ্রমনীতির সুফল

সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ
অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

সম্পাদনায়ঃ
এডভোকেট আলমগীর হোসেন
কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

মোঃ আবুল হাসেম
কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

প্রকাশনায়ঃ
কল্যাণ প্রকাশনী
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫/ক, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রথম প্রকাশঃ
জুলাই ২০১৭
আষাঢ় ১৪২৪
শাওয়াল ১৪৩৮

নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা মাত্র।

মুদ্রণেঃ
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। আস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিহীল কারীম। ওয়ালা আলিহী ওয়াস্‌হাবিহী আয্‌মাইন।

ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, রাজনীতি, বিচারব্যবস্থা, শ্রমনীতি, ব্যবসানীতি, যুদ্ধনীতি, পররাষ্ট্র তথা আন্তর্জাতিক নীতিসহ সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে সকল দিক ও বিভাগের মৌলিক বিধিবিধানসমূহ মহান আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পবিত্র কুরআন মজিদ ও প্রিয়নবী (সা:)-এর জীবনের অনুপম আদর্শের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে পৌছেছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই নীতি ও আদর্শের অনুসরণের মধ্যেই মানবতার প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এর ব্যতিক্রম কোন আইন, বিধান, নীতি যেমন আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি তাতে মানবজীবনের দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত কল্যাণও সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজিদে এরশাদ করেছেন: إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ "নিঃসন্দেহে জীবনবিধান হিসেবে আল্লাহ তা'আলার কাছে ইসলামই একমাত্র ব্যবস্থা" (সূরা আলে ইমরান: ১৯)

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ.

"তাদের এছাড়া আর কোন কিছুরই আদেশ দেয়া হয়নি, তারা আল্লাহর জন্যই নিজেদের দ্বীন ও ইবাদত খালিস করে নিবে" (সূরা বাইয়্যেনাহ: ০৫)

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا.

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (জীবনব্যবস্থা) পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন (জীবনব্যবস্থা) হিসেবে পছন্দ করলাম"। (সূরা মায়েদাহ: ৩)

পাক কুরআনের উক্ত আয়াতসমূহ থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, মানুষের জন্য জীবনবিধান একমাত্র ইসলাম। আর এ ইসলাম পূর্ণাঙ্গ একটি বিধান। কোন ঈমানদার ঈমান আনার পর ইসলামের খণ্ডিত কোন অংশ মেনে চলবে, আবার দুনিয়াবী স্বার্থে জীবনের অপর কোন অংশে মানবরচিত বিধান মেনে চলবে– এমনটা হতে পারবে না। এটা হলে তিনি পূর্ণ মুসলিম নন এবং জীবনের এক অংশে কুফরী করার অপরাধে গুনাহ্‌গার বিবেচিত হবেন।

তাই ইসলামের সকল দিক ও বিভাগের মধ্যে শ্রমনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শ্রমজীবি-পেশাজীবি মানুষের অধিকার, মর্যাদা, মজুরীনীতি, চাকুরীর নিশ্চয়তা, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক, উভয়ের প্রতি কর্তব্যবোধ, উৎপাদনশীলতা শ্রমবিরোধ নিষ্পত্তি, চাকুরীবিধি ইত্যাদি সংক্রান্ত আইন ও বিধিকেই শ্রমনীতি বলে। 'ইসলামের শ্রমনীতি' শ্রমজীবি মানুষের জন্য এক শাশ্বত অনুপম চিরশান্তির বিধান। যা প্রিয় নবী (সা:) তাঁর জীবদ্দশায় দুনিয়াবাসীর সামনে মডেল হিসেবে রেখে গেছেন। এ ইসলামী শ্রমনীতি অনুসরণের মাধ্যমেই শ্রমজীবি মানুষের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মানুষ শ্রমজীবি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, ইসলামী শ্রমনীতি সম্পর্কে সুষ্ঠু কোন ধারণা তাদের নেই। এমনকি রাষ্ট্রীয় বা সামাজিকভাবেও শ্রমজীবি মানুষকে ইসলামী শ্রমনীতি বা তার সুফল সম্পর্কে জানাবারও কোন উদ্যোগ, প্রচেষ্টা দৃশ্যমান নয়।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এদেশে ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী এবং সরকারের নিবন্ধিত একটি শ্রমিক সংগঠন। ইসলামী শ্রমনীতির সংগ্রামকে জোরদার করার লক্ষ্যে ইসলামী শ্রমনীতির সুফল সম্পর্কে জনগণকে সম্যক ধারণা দিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। ইসলামী শ্রমনীতির সুফল প্রচারে আমাদের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করতে এই পুস্তিকার জন্য দেশের প্রখ্যাত ও বিদগ্ধ কয়েকজন আলেম এবং ইসলামী চিন্তাবিদ তাঁদের মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ লেখা দিয়ে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। অনেক ব্যস্ততম সময়ের মধ্যেও যাঁরা এ সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন: সর্বজনাব ডঃ আবদুস সামাদ, ডঃ মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া, অধ্যাপক মোঃ নূরুল হক, অধ্যাপক মাসরুর আরিফীন এবং অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। এ সকল সম্মানিত লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই ও দোয়া করি। আল্লাহ তাঁদের এ মহান খিদমত কবুল করুন।

এসব মূল্যবান লেখা থেকে সংকলন ও সমন্বয় করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কেন্দ্রীয়ভাবে এ পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। দেশের মজলুম শ্রমজীবি মানুষ তথা দেশবাসী ইসলামী শ্রমনীতির সুফল সম্পর্কে সহজ ধারণা অর্জন করলে এবং একটি সুবিচারপূর্ণ কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শরীক হলে আমাদের এ প্রয়াস সার্থক হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

এ প্রচেষ্টার সাথে শরীক সকলকে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। এ পুস্তিকা প্রকাশে অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকলে সম্মানিত পাঠক/পাঠিকাগণ মেহেরবানী করে আমাদের নজরে আনলে আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ আমাদের সকল কাজকে কেবলমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কবুল করুন। আমীন।

অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার সাবেক এমপি
কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

সূচিপত্র

- ◆ শ্রম কি ০৬
- ◆ শ্রমনীতি কি ০৬
- ◆ ইসলামী শ্রমনীতি কি ০৭
- ◆ ইসলামী শ্রমনীতির সুফলসমূহ ০৭
  - ১. উপযুক্ত পারিশ্রমিক নির্ধারণের তাকিদ ০৭
  - ২. যথাসময়ে শ্রমিকের প্রাপ্য প্রদানের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ ০৯
  - ৩. শ্রমিকের কষ্ট লাঘবের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান ১০
  - ৪. পুরুষ ও নারী শ্রমিকের মধ্যে সমতা বিধান করা ১১
  - ৫. মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক ১২
  - ৬. অমুসলিম শ্রমিকদের অধিকার ১৩
  - ৭. সুবিধাবঞ্চিতদের প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশ ১৪
  - ৮. কাজের সময় ও প্রকৃতি ১৫
  - ৯. পোষ্যদের ভরণ পোষণ ব্যবস্থা ১৭
  - ১০. অতিরিক্ত কাজে ওভার টাইম প্রদান ১৭
  - ১১. মুনাফায় শ্রমিকের অধিকার ১৮
  - ১২. ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ ১৯
  - ১৩. চাকরির নিরাপত্তা ২০
  - ১৪. সংগঠন ও ইউনিয়ন করার অধিকার ২১
  - ১৫. যৌথ দরকষাকষি ও চুক্তি ২২
  - ১৬. অসহায় শ্রমিক ও চাকুরী থেকে অবসরকালীন ভাতা ২৩
  - ১৭. শিশু শ্রম ২৪
  - ১৮. সকল ধরনের ভয়ভীতি থেকে নিরাপত্তা ২৫
  - ১৯. চাকরীতে পদোন্নতি ২৫
  - ২০. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ২৬
  - ২১. ছুটির ব্যবস্থা ২৭
  - ২২. ন্যায় বিচার লাভের অধিকার ২৮
  - ২৩. মালিকের মেয়েকে শ্রমজীবি মানুষের বিবাহ করার অধিকার ২৯
- ◆ একনজরে ইসলামী শ্রমনীতির কতিপয় সুফল ৩০
- ◆ উপসংহার ৩১

শ্রম কি

বাংলা শ্রম শব্দের প্রতি শব্দ কাজ, কর্ম, চেষ্টা, অধ্যবসায়। আরবী হচ্ছেঃ

الجد-السعى-العمل- المحنة - الكد

আর ইংরেজীতে বলা হয় Work, Labour, Try ইত্যাদি। কোন উদ্দেশ্য সাধনে শারীরিক ও মানসিক যে কষ্ট করা হয় তা-ই শ্রম। মৌলিকভাবে বিচার করতে গেলে শ্রম হচ্ছে এমন এক শক্তি, যার মাধ্যমে সকল প্রকার সংস্কার, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যায়। শ্রম হচ্ছে সম্বল যার মাধ্যমে কপর্দকহীন অবস্থা থেকে বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হওয়া যায়। শ্রম এমন সম্পদ যা কখনো লাভ-ক্ষতির হিসাব মানে না। এ সম্পদ চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই হয় না। এর কোন ট্যাক্স দিতে হয় না। এটা এমন সম্পদ যা সময় মত ব্যবহার না করলে পরে কোন কাজে আসেনা।

শ্রমনীতি কি?

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সর্বপ্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে মানুষের শ্রম। অধ্যাপক পিটার ড্রকার বলেন যে, মানুষ ব্যতীত মূলধন অর্থহীন; কিন্তু মানুষ মূলধন ছাড়াই অনেক কিছু করতে সক্ষম। অতএব শ্রম ব্যতীত উৎপাদনের সকল উপাদান অর্থহীন। প্রত্যেক দেশেই সরকার কর্মী ব্যবস্থাপনা, যাবতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত শ্রমিক ও কর্মচারীদের সহিত তাদের মালিকদের চুক্তিবদ্ধ নিয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে যে আইন, যে সব নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে থাকে, তাকে শ্রম আইন বলে। সরকারের শ্রম আইন যে সব নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে রচিত হয় তাকে শ্রমনীতি বলে। সমাজের সার্বিক কল্যাণ, সামাজিক ন্যায় বিচার, অধিক উৎপাদন, মুনাফার সুষ্ঠু বন্টন, মালিক ও শ্রমিকদের অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা, কর্মী নির্বাচন, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ. পদোন্নতি, শৃঙ্খলা বিধান, অভিযোগ পরিচালনা, নিরাপত্তা বিধান, শ্রমিক সংগঠন ও আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধাসমূহ শ্রমনীতির অন্তর্ভুক্ত। প্রচলিত শ্রমনীতি মাত্র দুই শতাব্দী পূর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে।

ইসলামী শ্রমনীতি কি

উল্লেখিত বিষয় ও সমস্যাসমূহের সমাধান করার জন্যে কুরআন ও হাদীসের আলোকে যে মূলনীতি রচনা করা হয়, তাকে ইসলামী শ্রমনীতি বলে। ইসলামী শ্রমনীতির ইতিহাস মানবতার ইতিহাসের মতই সুদীর্ঘ। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সময় তা পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং খলিফাদের যুগে তা পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত হয়। ইসলামের এই শ্রমনীতির সুফল সমাজের সকল স্তরে পরিব্যাপ্ত। এর দ্বারা শ্রমিক-মালিক নির্বিশেষে সকল মানুষই লাভবান হবে। বরং এই শ্রমনীতি অনুসরণ করলে সামাজিক শান্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে গোটা মানবতা উপকৃত হবে।

ইসলামী শ্রমনীতির সুফলসমূহ

ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়িত হলে মালিক শ্রমিকের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকবেনা। কেউ কাউকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না, সবাই ভাই হিসেবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে দুনিয়ার জীবনে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির প্রত্যাশা করবে। সকল বিষয়ে আল্লাহর নিকট জবাবদিহীতার চেতনা জাগ্রত হবে। নিম্নে ইসলামী শ্রমনীতির কতিপয় সুফল আলোচনা করা হল:

১. উপযুক্ত পারিশ্রমিক নির্ধারণের তাকিদ:

শ্রমের বিনিময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়া একজন শ্রমিকের অধিকার। আর তার এ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম কোনো শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করার আগেই তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ করার ব্যাপারে তাকিদ দেয়।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ.

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে নিযুক্ত করতে নিষেধ করেছেন।" (বাইহাকী)

অর্থাৎ যতক্ষণ না তার সাথে তার পারিশ্রমিক ঠিক করে নেয়া হয়।

নিজের পারিশ্রমিক সম্পর্কে অজ্ঞাত রেখে শ্রমিককে কাজে খাটানো যাবে না। সম্ভব হলে কাজে নিযুক্তির আগে অথবা কাজচলাকালীন তাকে তার পারিশ্রমিক জানিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ এমন যেন না হয় যে, তার কাজ শেষ হয়ে গেছে অথচ সে তার পারিশ্রমিক কত তা জানে না।

অন্যত্র ইমাম বাইহাকী বর্ণনা করেছেন যে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, আর যে ব্যক্তি কাউকে শ্রমিক নিযুক্ত করতে চায় সে যেন তাকে তার পারিশ্রমিক জানিয়ে দেয়। (আবূ বাকর আহমাদ ইবন আল-হুসাইন আল-বাইহাকী, মা'রিফাতুস্ সুনানি ওয়াল আসার (বৈরূতঃ দারু কুতাইবাহ, মু. ১, ১৪১২হি./ ১৯৯১খৃ.), খ. ৮, পৃ. ৩৩৫, হা. নং- ১২১১২)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আমাদের সমাজের অনেকেই রিক্সা শ্রমিকদের সাথে ভাড়া ঠিক না করেই তাদেরকে নিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে গমন করে। এরপর ভাড়া নিয়ে বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। আর তখন পরিস্থিতির শিকার হয়ে রিক্সাওয়ালা ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে কম নিতে বাধ্য হয়; কিংবা যাত্রী অতিরিক্ত ভাড়া দিতে বাধ্য হয়। অথচ কোনো পক্ষই হয়ত বিষয়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করে না যে, এটি বান্দাহর হকের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং তা বান্দাহর সাথে মিটিয়ে না গেলে মহান আল্লাহও তা ক্ষমা করবেন না। সারা পৃথিবীতে বিশেষ করে আমাদের দেশে উপযুক্ত পারিশ্রমিক না পাওয়ায় শ্রমিকরা আন্দোলন করে, দাবি দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে রাজপথে সংগ্রাম করতে হয়। যার ফলে অর্থনীতিতে একটা বিরুপ প্রভাব পড়ে, যা আমাদের কারো কাম্য নয়। এমন পরিস্থিতি হতে উত্তরনের উপায় হচ্ছে শ্রমিকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা। যা একমাত্র ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়ন হলে সম্ভব।

২. যথাসময়ে শ্রমিকের প্রাপ্য প্রদানের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ

উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়া যেহেতু শ্রমিকের অধিকার, তাই যার জন্য সে শ্রম দিবে, তার তথা মালিকের দায়িত্ব হলো যথাসময়ে তার পারিশ্রমিক তাকে দিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা। এক হাদীসে কুদসীতে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেছেন: কিয়ামাতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হবো। আর আমি যাদের প্রতিপক্ষ হবো, তাদেরকে পরাজিত করেই ছাড়ব। (তারা হলো), এমন ব্যক্তি যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, এমন ব্যক্তি যে আযাদ মানুষকে ধরে এনে তাকে বিক্রয় করে এবং এমন ব্যক্তি যে কাউকে মজুর নিয়োগ করে পুরোপুরি কাজ আদায় করে নেয়, কিন্তু তাকে তার পারিশ্রমিক পরিপূর্ণরূপে আদায় করে দেয় না। (আবূ জা‘ফার আহমাদ আত্ তাহাবী, শারহু মুশকিলিল আসার (বৈরূত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, মু. ১, ১৪১৫হি./ ১৯৯৫খৃ.), খ. ৮, পৃ. ১৩, হা. নং- ৩০১৫)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ .

আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই তাকে তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দাও।

যদি চুক্তির মধ্যে মালিক সাপ্তাহিক, দৈনন্দিন মজুরি প্রদান করে তাহলে বৈধ, কিন্তু তা না দিয়ে টাল বাহানা সম্পূর্ণ অন্যায়। ইসলামী শ্রমনীতি সমাজে বাস্তবায়িত হলে প্রত্যেক শ্রমিক যথাযথ মজুরি যথাসময়ে লাভের নিশ্চয়তা লাভ করবে।

৩. শ্রমিকের কষ্ট লাঘবের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান

আল্লাহ পাকের নির্দেশ: لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

"কারো সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপানো যাবেনা"। (সূরা বাকারা: ২৩৩)

একজন শ্রমিক যে শর্তে মালিকের সাথে কোনো কাজের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়, যদিও সে সেই কাজ আঞ্জাম দিতে বাধ্য। কিন্তু মালিকের প্রতি ইসলামের নির্দেশ হলো, তার প্রতি মানবিক আচরণ করা। তার কষ্টের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মানবিক বিবেচনায় তা লাঘবের চেষ্টা করা। সে বাধ্য হয়ে জীবিকার প্রয়োজনে যে বিশাল বোঝাটি বহন করতে রাজি হয়েছে, সম্ভব হলে তা হালকা করে দেয়া। অথবা তা বহনের ব্যাপারে তাকে সহযোগিতা করা। বিশেষ করে সে অসুস্থ হলে কিংবা সিয়াম পালনরত থাকলে তার বোঝা হালকা করে দেয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। তিনি বলেন-

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَلَقَّتِ المَلاَئِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ المُوسِرِ، قَالَ: قَالَ: فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ.

হুযাইফাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের পূর্বেকার এক লোকের জান কবজ করার জন্য ফেরেশতা আসলো। তারা (লোকেরা) বলল, তুমি কি কোনো (উল্লেখযোগ্য)

নেক আমল করেছো? সে বলল, আমি আমার শ্রমিক ও কর্মচারীদেরকে আদেশ করতাম যেন তারা অভাবীকে অবকাশ দেয় ও ক্ষমা করে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তিনি (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তখন তারাও (ফেরেস্তা) তাকে ক্ষমা করে দিল। সুতরাং ইসলামী শ্রমনীতি সমাজে বাস্তবায়িত হলে কোন মানুষকে বিশেষ করে কোন অধীনস্ত শ্রমিককে কষ্ট দেয়ার সম্পূর্ণ বিপক্ষে। এই নীতি বাস্তবায়িত হলে শ্রমজীবি মানুষ তাদের কাজের মধ্যে আনন্দ লাভ করবে এবং বেশী বেশী কাজ করবে।

অতএব দায়িত্ব প্রদানের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন তা তার সাধ্যের অধিক না হয়ে যায়। আর দায়িত্ব প্রদানের পর তা তাদের জন্য কষ্টকর হবে মনে করলে সে কাজে তাকে সহযোগিতা করতে হবে। প্রসঙ্গত শিশু শ্রমের বিষয়টিও উল্লেখ করা প্রয়োজন। আজকাল যে বয়সে একজন শিশুর শিক্ষালয়ে কিংবা মাতৃস্নেহে থেকে জ্ঞানার্জন করার কথা, সে সময় তাকে গাড়ির হেলপার হয়ে কিংবা কারখানার শ্রমিক হয়ে নিগ্রহের শিকার হতে দেখা যায়। যা নিঃসন্দেহে মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী এবং ইসলামের বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত।

৪. পুরুষ ও নারী শ্রমিকের মধ্যে সমতা বিধান করা

শ্রমিকদের মধ্যে যারা নারী তাদের গুরুত্ব কোনো মতেই কম নয়। তারা একই পেশায় নিয়োজিত হলে একই রকম সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হবে। নারী হওয়ার অজুহাতে তাদেরকে কম সুবিধা দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। বরং তাকে তার মাতৃত্বজনিত ছুটিসহ কিছু অতিরিক্ত সুবিধা দিতে হবে যা পুরুষের ক্ষেত্রে দিতে হয় না। নিয়োগকর্তা কর্তৃক সরকারের সহযোগিতায় এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যেন নারী শ্রমিকদের কোনো প্রকার যৌন হয়রানি কিংবা অন্য কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয়।

মহান আল্লাহ কাজের প্রতিদানের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য করেন না। এ ব্যাপারে তাঁর পরিষ্কার ঘোষণা হলো:

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً .

"আর পুরুষ কিংবা নারী যদি মু'মিন অবস্থায় কোনো সৎ কাজ করে তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না"।[১] অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

"পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ"। (সূরা নিসা: ৩২)

পুরুষের (স্বামীর) উপার্জনে স্ত্রীর অধিকার আছে কিন্তু স্ত্রীর উপার্জনে স্বামীর অধিকার নেই। যদি স্ত্রী স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু দেয় তাহলে স্বামী তা গ্রহণ করতে পারে। ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়িত হলে কাজের বিনিময়ে নারী পুরুষ ইনসাফপুর্ন অধিকার লাভ করবে।

৫. মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক

ইসলামের দৃষ্টিতে মালিক আর শ্রমিকের সম্পর্ক মনিব আর দাসের মতো নয়। বরং তাদের সম্পর্ক ভাই ভাইয়ের। তারা একজন আরেকজনের অধীনে শ্রম দিতে আইনানুগভাবে বাধ্য ছিল না। যেমন একজন দাস তার মনিবের প্রতি আনুগত্যের শ্রম দিতে বাধ্য থাকে। বরং একজন শ্রমিক নিজের আর্থিক প্রয়োজন আর অপর ভাইয়ের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব- এ দুইয়ের সংমিশ্রণ হয়েছে বলেই তার আরেক ভাইয়ের অধীনে কাজ করতে এসেছে। একইভাবে ধনী লোকটিও নিজের পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজন এবং গরীব ভাইটির প্রতি সহযোগিতার মনোভাব- এ দুইয়ের সংমিশ্রণ হয়েছে বলেই তার আরেক ভাইকে নিজের অধীনে কাজে খাটিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

"নিশ্চয়ই মু'মিনরা ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে (কোনো বিরোধ হলে) সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতি রহম করা হবে"। (সূরা হুজুরাত, ৪৯: ১০)

শ্রমিকের প্রতি সদাচরণের ব্যাপারে মহান আল্লাহর সাধারণ ঘোষণা আলকোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন:

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

"আর মু'মিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে, তুমি তাদের প্রতি স্নেহ-মমতার ডানা অবনমিত করো"। (সূরা শু'আরা, ২৬: ২১৫)

অতএব একথা মাথায় রেখেই একজন শ্রমিককে কাজে খাটাতে হবে যে সে আমার ভাই এবং তার ব্যাপারেও আমি মহান আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবো।

ইসলামের বিধান মোতাবেক সকলেই আদমের সন্তান তাই শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই। একজন শ্রমিককে হীন মনে করা যাবে না এবং তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ইসলামের বিধান কায়েম হলে শ্রমিক-মালিক ভেদাভেদ থাকবে না। সকলেই মানুষ ও আল্লাহর বান্দা হিসেবে জীবন যাপন করবে।

৬. অমুসলিম শ্রমিকদের অধিকার

ইসলামী শ্রমনীতিতে একজন অমুসলিম শ্রমিক একজন মুসলিম শ্রমিকের মতই সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। সকলেই আল্লাহর বান্দাহ। তাই কারো প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করেছে। ইসলামী বিধানের ইনসাফপূর্ণ সুফল জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের জন্যে উন্মুক্ত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ

"তোমরা সেই সব লোকদেরকে গালি দিওনা, মন্দ বলোনা, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে ডাকে"। (সূরা আনআম : ১০৮)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من ظلم معاهدا او انتقضه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيت فانا حجيجه يوم القيامة

হুজুর (সা.) এরশাদ করেছেন: সতর্ক থাক, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে যে ব্যক্তি অমুসলিমদের ওপর জুলুম করে অথবা তাদের হক নষ্ট করে অথবা তাদের শক্তির চাইতে বেশী কাজ চাপাতে চেষ্টা করে অথবা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের থেকে কিছু জোরপূর্বক নেয়, আমি কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়ব"। (আবু দাউদ)

উল্লেখিত হাদীসে অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কে মহানবীর (সা.) সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। যারা এ সব অধিকার খর্ব করার চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। পুঁজিবাদী দেশে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী গরীবের মধ্যে সকল ব্যাপারে পার্থক্য সৃষ্টি করে মানুষকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ইসলামী শ্রমনীতি কায়েম হলে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার অধিকার সকল শ্রমিক ও নাগরিক সমানভাবে লাভ করবে। সুতরাং ইসলামী শ্রমনীতির সমাজে কোন ব্যক্তি মুসলিম হোক, আর অমুসলিম হোক এর মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকবে না।

৭. সুবিধা বঞ্চিতদের প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশ

সাধারণত: দরিদ্র শ্রেণির লোকেরাই শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। আর বিত্তশালীরাই তাদেরকে অর্থের বিনিময়ে কাজে খাটায়। ইসলাম এ সকল সুবিধাবঞ্চিতদের ব্যাপারে ধনবান ও বিত্তশালীদেরকে দয়ার্দ্র হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ তাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন তা থেকে এদেরকে নিঃশর্তভাবে দেয়ার আদেশ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন-

وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ .

"আর তাদেরকে মহান আল্লাহর ঐ মাল থেকে দাও, যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন"। (সূরা আন নূর, ২৪:৩৩)

অর্থাৎ মহান আল্লাহ বিত্তবানদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, যে মালের মালিক হয়ে আজ তোমরা তাদের উপর কর্তৃত্ব করছো, তা আমিই তোমাদেরকে দিয়েছি। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আল্লাহ চাইলে তুমি তার মতো সুবিধাবঞ্চিত হতে পারতে; আর সে তোমার মতো বিত্তশালী হতে পারতো। অতএব মহান আল্লাহর দেয়া ঐ সম্পদ একা একা ভোগ করো না। তাতে তোমার ঐসব সুবিধাবঞ্চিত ভাই-বোনদের অধিকারের কথা স্মরণ রেখো। অন্যত্র মহান আল্লাহ আরো সুস্পষ্ট করে ঘোষণা করেন যে,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ .

"আর তাদের সম্পদে সাহায্যপ্রার্থী ও সুবিধা বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে"। (সূরা আয্ যারিয়াত, ৫১:১৯)

সুতরাং একজন শ্রমিককে কেবল তার শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক দিলেই চলবে না; বরং তার প্রয়োজন ও অসুবিধার কথা বিবেচনায় রেখে তাকে এর বাইরেও আর্থিক সহযোগিতা করতে হবে, তার প্রতি অনুগ্রহের হাত বাড়াতে হবে। অতএব যাকে এমনিতেই সাহায্য ও সহযোগিতা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে তার থেকে কোনোরূপ সেবা নেয়ার পর তাকে ঠকাবার তো প্রশ্নই আসে না।

কোনো শ্রেণি বা পেশার গুরুত্বই ইসলামের দৃষ্টিতে কম নয়। বরং প্রতিটি পেশার শ্রমিকের উপর অন্য পেশার লোকেরা নির্ভরশীল। সুনির্দিষ্ট কোনো পেশার লোকেরা কিছু সময় বা কিছু দিনের জন্য তাদের শ্রম বন্ধ রাখলে সত্যিকার অর্থেই আমরা সকলে হাড়ে হাড়ে টের পাই যে, আমাদের সকলের জন্যই তাদের ঐ পেশার কত গুরুত্ব। তাই ইসলাম সমাজে পেশাগত কারণে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করাকে কোনোভাবেই সমর্থন করে না।

৮. কাজের সময় ও প্রকৃতি

মালিক একজন শ্রমিকের দ্বারা কি ধরনের কাজ নেবে এবং কত ঘন্টা কাজ করতে হবে, তা উভয়পক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে।

শ্রমিকের মর্জির বাইরে কোন কাজ তার ওপর চাপানো যাবেনা। যে কাজ শ্রমিকের স্বাস্থের জন্যে ক্ষতিকর, এমন কাজও তার ওপর চাপানো অবৈধ। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কাজের প্রকৃতি অনুসারে সহজভাবে যে কয় ঘন্টা কাজ করলে একজন শ্রমিক স্বাভাবিক থাকবে এবং স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হবে না, ততটুকু সময়ের কাজের বিনিময়ে তাকে পূর্ণ একদিনের বেতন দিতে হবে, যা দ্বারা তার মৌলিক প্রয়োজন পূরন করতে সক্ষম হয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক শ্রমনীতি অনুসারে কাজের সময় আট ঘন্টা নির্ধারিত করা হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের বিধান ন্যায়নীতি বিরোধী। কারণ সকল দেশের এবং সব ধরনের কাজের জন্যেই আট ঘন্টা নির্ধারিত করা হয়েছে। অথচ সহজ, হালকা ও ভারী কাজের মধ্যে পার্থক্য হওয়া ইনসাফের দাবী এবং শীত ও গ্রীষ্ম প্রধান দেশের মধ্যেও কাজের সময়ের পার্থক্য হওয়া উচিত।

لاَ تُكَلَّفُ نَفْسُ اِلاَّ وُسْعَهَا ـ

"কারো ওপর সামর্থের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দেয়া যাবে না"। (সূরা বাকারা: ২৩৩)

একজন লোক রৌদ্র তাপের মধ্যে আট ঘন্টা মাটি কাটার কাজ করবে আর একজন লোক এয়ারকন্ডিশনে বসেও আট ঘন্টা কাজ করবে, এটা কোন দিন ইনসাফ হতে পারে না। তাই কাজের প্রকৃতি ও কাজের পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে কাজের সময় নির্ধারিত হওয়া উচিত।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسَلم ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فان كلفه ما يغلبه فليعنه عليه -

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: শক্তি সামর্থের অতিরিক্ত কাজ শ্রমিকের ওপর চাপাবে না। যদি তার সামর্থের অতিরিক্ত কোন কাজ তাকে দাও তাহলে সে কাজে তাকে সাহায্য কর। (বুখারী, মুসলিম) "কাজের প্রকৃতি ও পরিমাণ না জানিয়ে কাউকে কাজে নিয়োগ করা যাবে না"। (আল হাদীস)

অতএব ইসলামী সমাজে কাজের সময় ও প্রকৃতি নির্ধারিত থাকবে। যা একজন শ্রমিকের জন্য সহজ হয়।

৯. পোষ্যদের ভরণ পোষণ ব্যবস্থা

প্রত্যেক শ্রমিক কর্মচারীর ওপর তার পরিবারের দায়িত্ব আছে। সে কেবল নিজে বেঁচে থাকার জন্য কাজ করে না। বরং তার উপার্জন দ্বারা স্ত্রী-সন্তান ও পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের চেষ্টা করে। তাই বেতন এমনিভাবে নির্ধারিত করতে হবে, যাতে নিজের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পরে তার পোষ্যদের প্রতিও দায়িত্ব পালন করতে পারে। বিশ্বের অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (রহ.) বলেন, "সাধারণ নিয়োগকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পরিবারের লোকসংখ্যা অনুপাতে বেতন নির্ধারণ সহজ নয়। তবে এ দায়িত্ব গ্রহণ করা সরকারের উচিত। আর বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহকে এ জন্যে বাধ্য করা যেতে পারে"। (রাসায়েল ও মাসায়েল)

একটি হাদীস থেকে বিষয়টি আরো পরিস্কার হওয়া যায়।

عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت ـ

"হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন: যার ওপর যার লালন পালন করার দায়িত্ব রয়েছে, তা উপেক্ষা করাই একজন ব্যক্তির গুনাহগার হওয়ার জন্যে যথেষ্ট"। (মিশকাত)

বর্তমান বিশ্বে মজুরীর ক্ষেত্রে পোষ্যদের বিষয়টি বিবেচনাই আনা হয় না। অথচ মানবিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই ইসলাম বিষয়টিকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে।

১০. অতিরিক্ত কাজে ওভার টাইম প্রদান

কোন শ্রমিকের দ্বারা অতিরিক্ত কাজ করানো হলে তাকে অতিরিক্ত মজুরী দেয়া যাতে সে খুশি হয়ে অতিরিক্ত কাজ সম্পন্ন করে।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَه ـ

"যে লোক এক বিন্দু পরিমাণ উত্তম কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে"। (সূরা যিলযাল : ৭)

নবী করীম (সা.) বলেছেন:

ولا تكلفوهم ما يغلبهم وان كلفتموهم فاعينوهم ـ

"তাদের উপর সাধ্যের অধিক কাজ চাপাবে না। যদি অতিরিক্ত কাজ চাপান হয় তাহলে সাহায্য কর"। (বুখারী)

১১. মুনাফায় শ্রমিকের অধিকার

একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লাভ তখনি আসে যখন পুঁজি বিনিয়োগ করে তাতে শ্রম যোগ করা হয়। মালিকের পুঁজি হল অর্থ আর শ্রমিকের পুঁজি হল শ্রম। দু'টো মিলিত শক্তি লাভের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। তাই লাভের অংশটা শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বন্টন হবে। এটাই হচ্ছে ইসলামের চূড়ান্ত মত। যে শ্রমিক কঠোর পরিশ্রম করে মালিকদের জন্যে রাজকীয় বালাখানা তৈরী করে, অথচ সে শ্রমিকের মাথা গুঁজাবার ঠাঁই পর্যন্ত নেই। যে শ্রমিক মালিককে লক্ষ লক্ষ গজ কাপড় তৈরী করে দেয় অথচ তার পরনে ছেঁড়া কাপড় পরিলক্ষিত হয়। মালিক তার কুকুরের খাদ্য ও বাসস্থানের জন্যে হাজার হাজার টাকার বাজেট করে কিন্তু একজন শ্রমিক তার সন্তানদের আনন্দের জন্যে কোন বাজেট করতে পারে না। এমনকি তার মৌলিক অধিকার পূরণ করতে পারেনা।

শ্রমিকদের রক্ত নিঃসৃত পরিশ্রম দ্বারা উপার্জিত অর্থে মালিক গাড়ীতে করে কুকুর নিয়ে ভ্রমন করে অথচ একজন শ্রমিক মালিকের গাড়ীতে ভ্রমণ করার কথা কল্পনাও করতে পারে না। ইসলাম এহেন অসাম্য, অবিচার, অমানবিকতা কখনো বরদাশত করে না। বরং ইসলাম এমন সমাজের মূলোৎপাটন করে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আল-কুরআনের আহবান:

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُم-

"সম্পদ এমনভাবে বন্টন কর, যেন তা শুধু ধনী লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। (সূরা হাশরঃ ৭)

وَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَ الْمَحْرُوْمِ-

"বিত্তবানদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে"। (সূরা যারিয়াতঃ ১৯)

নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ

اعطوا العامل من عمله فان عامل اللهُ لا يـخب ـ

"মজুরকে তার কাজ হতে অংশ দান কর। কারণ আল্লাহর মজুরকে বঞ্চিত করা যেতে পারে না। শ্রমিককে তার উপার্জন থেকে দাও। কারন শ্রমিককে বঞ্চিত করা যায় না"। (মুসনাদে আহমদ)

আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে মালিকরা শ্রমিকদেরকে বঞ্চিত করে সবটুকু লাভের অংশ নিজেদের পকেটস্থ করে। আর বিলাসবহুল জীবন যাপনের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে অপচয় করে থাকে। সমাজতান্ত্রিক দেশে লাভের সবটুকু অংশ রাষ্ট্রের অধীনে চলে যায়। তা দ্বারা শাসকগোষ্ঠী ও তার পেটোয়া বাহিনী নিজেদের জন্যে স্বর্গ রচনা করে। আর শ্রমিক সমাজকে পশুর মত খাটিয়ে মারে। অধিকারের কথা কোন শ্রমিক বলতে গেলেই রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে সমাজতন্ত্রের বেদীতে আত্মহুতি দিতে হয়।

মালিক তার প্রয়োজনীয় খরচ ও রাজকীয় ব্যয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়ে আর সামান্য বেতন শ্রমিকদেরকে দেয়। যদি মালিক লভ্যাংশ পায় তাহলে কঠোর পরিশ্রমকারী শ্রমিক লাভের অংশ না পাওয়া ন্যায় নীতির বিপরীত। তাই ইসলাম ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করতে চায়।

১২. ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের অংশ গ্রহণ

ইসলামে শ্রমিক মালিক ভাই ভাই। তাই সকলেই পরস্পরের সুখ, দুঃখের অংশীদার এবং অধিকারের সংরক্ষক। কেউ কাউকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে না। উভয়ের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই হবে নিজেদের কল্যাণ ও

সমাজের কল্যাণের মূল লক্ষ্য। মালিক পুঁজি বিনিয়োগ করে আর শ্রমিক শ্রম বিনিয়োগ করে। তাই ইসলাম তাদের অধিকার ও মর্যাদার ব্যাপারে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না। একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও মিল কারখানার ভাল-মন্দের সাথে যেমনি মালিকের ভাগ্য জড়িত। শ্রমিকেরা বাস্তব ময়দানে কাজ করে, অতএব প্রতিষ্ঠানের সমস্যাদি সম্পর্কে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকাটাই স্বাভাবিক। শ্রমিক ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতে পারলে তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে প্রতিষ্ঠানকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নেবে। এ ব্যাপারে আল-কুরআনের ইংগিত হচ্ছে:

وَشَاوِرْهُم فِىْ الأَمْرِ۔

"তুমি লোকদের সাথে প্রত্যেক বিষয় পরামর্শ কর"। (সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان امراء كم خياركم واغنياء كم سمحاء كم واموكم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها۔

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন: যখন তোমাদের শাসকরা চরিত্রবান হবে, সম্পদশালী লোকেরা দানশীল হবে এবং পারস্পরিক বিষয় পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করবে তখন পৃথিবীর নীচের অংশের চাইতে উপরের অংশ তোমাদের জন্য উত্তম হবে। (তিরমিযী) শ্রমিকদের প্রতিনিধির ব্যবস্থাপনায় থাকার অধিকার ইসলাম দিয়েছে।

১৩. চাকরির নিরাপত্তা

প্রতিটি নাগরিকের চাকুরির নিরাপত্তার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের। কেউ কোন অপরাধে চাকুরিচ্যুত হলে সরকার তার চাকুরির ব্যবস্থা করতে বাধ্য। তাই বিনা কারণে মালিক যদি কোন শ্রমিককে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করে, তাহলে সে মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকার বাধ্য থাকবে। শ্রমিকদের কোন অপরাধ হলে তার বিচার করার অধিকার

সরকারের, তা কোন ব্যক্তি মালিকের খেয়াল খুশির ওপর ছেড়ে দেয়া যাবে না।

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"ঈমানদার লোকদের মধ্যে যারা তোমাদের অধীনস্ত, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার কর"। (সূরা শু'আরা : ২১৫)

একজন শ্রমিককে চাকুরিচ্যুত করে তাকে এবং তার পরিবারকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে মানবেতর জীবন যাপনের পথে ঠেলে দেয়া সত্যিই নিষ্ঠুর ও অমানবিক কাজ, তাকে সংশোধনের মাধ্যমে কাজে বহাল রাখা ইসলামের সৎ আচরণেরও মহৎ শিক্ষা।

যেমন: মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের অধীনস্থরা যদি সত্তরবারও অপরাধ করে তাহলে ক্ষমা করে দাও।" (আল হাদীস)

পুঁজিবাদী সমাজে চাকুরির নিরাপত্তা নির্ভর করে মালিকের খেয়াল-খুশির ওপর। শুধু মালিকের স্বার্থ রক্ষার জন্যেই মেহনতী মানুষকে ব্যবহার করা হয় এবং যখন প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, তাকে তাড়িয়ে দেয়। সমাজতান্ত্রিক দেশে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত মিল ম্যানেজারের ওপরে একজন শ্রমিকের চাকুরি নির্ভর করে। মিল ম্যানেজারকে খুশী রাখাই চাকুরির পদোন্নতির প্রধান সোপান। ইসলাম প্রত্যেক শ্রমিকের চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

১৪. সংগঠন ও ইউনিয়ন করার অধিকার:

সংগঠন হচ্ছে এক প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম। যোগ্য ও উপযুক্ত সংগঠন ব্যতীত কোন দেশেই ব্যাপকভাবে সম্পদ উৎপাদন করা সম্ভব নয়। এ কারণেই অর্থনীতিবীদরা সংগঠনকে উৎপাদনের একটি পৃথক উৎস বলে মনে করে। সংগঠন বিষয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে, ইসলাম আগাগোড়া একটি সংগঠন ছাড়া কিছুই নয়। নামাযের মধ্যে ইমামত, রাষ্ট্রের মধ্যে খিলাফত ও হজ্জের মধ্যে ইমারত (নেতৃত্ব) এসব কিছুতেই ইসলামী সংগঠনের পরিচয় মিলে।

হযরত উমর (রা.) বলেছেন- لاَ اِسْلاَمَ اِلاَّ بِالْجَمَاعَةِ

"জামায়াত ব্যতীত ইসলাম হয় না"।

ইসলামী শ্রমনীতি ব্যবস্থায় প্রত্যেক শ্রমিক সংগঠন করার অধিকার পাবে।

১৫. যৌথ দরকষাকষি ও চুক্তি

ট্রেড ইউনিয়নের একটি মৌলিক দায়িত্ব দরকষাকষি ও আলোচনা করে সমস্যা সমাধানে পৌছা। মানুষের জীবনে প্রতিটি ব্যাপারেই দরকষাকষি একটি স্বভাবজাত প্রক্রিয়া। দরকষাকষির মাধ্যমেই প্রতিটি জিনিসের মূল্য নিরুপিত হয়ে থাকে। যেমন হযরত মূসা (আ.) হলেন শ্রমিক এবং হযরত শোয়ায়েব (আ.) হলেন মালিক, তাদের দু'জনের মধ্যে দরকষাকষি হয়েছিল।

قَالَ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ- قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِىْ وَ بَيْنَكَ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ و

"যিনি (শোয়ায়েব) মূসা (আ.)-কে বললেন, আমি আমার কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই। এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকরি করবে। যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনা। আল্লাহ চাহেন, তুমি আমাকে সতপরায়ন পাবে। মূসা (আ.) বললেন, আমার এবং আপনার মাঝে এই চুক্তি স্থির হল। দু'টি মিয়াদের মধ্য হতে যে কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবেনা। আমরা বলছি, তা আল্লাহর উপর ভরসা"। (সূরা কাসাস: ২৭-২৮)

আধুনিক যুগে দরকষাকষি শ্রমজীবি মানুষের অধিকার আদায়ের একটি শক্ত হাতিয়ার। যা পবিত্র কুরআনে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন।

১৬. অসহায় শ্রমিক ও চাকুরী থেকে অবসরকালীন ভাতা

বৃদ্ধ হয়ে পড়া, অসুস্থ ও বিকলাঙ্গ হওয়া এবং চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ আজকের সমাজে এক প্রকার অপরাধ। এদের জীবনে নেমে আসে অসহায়তা। কেউ তাদের দিকে ফিরেও তাকায়না। শ্রমিক ও মালিক উভয়ের অধিকার রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। উভয়ের মধ্যে উমর (রা.) মজদুরদের মজুরী নিজে নির্ধারণ করে দিতেন। শ্রমিক হচ্ছে মালিকের অধীনস্থ। শ্রমিকের রক্ষনাবেক্ষণ মালিকের দায়িত্ব এবং এ দায়িক্ত পালনে অবহেলা করলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। শ্রমিকদের প্রতি মালিকের দায়িত্ব শুধু চাকুরির সময়ই নয় বরং চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করার পরও শ্রমিকের দায়িত্ব মালিককে সাধ্য অনুসারে অবশ্যই নিতে হবে। যদি মালিক অসহায় শ্রমিকের প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে, তাহলে রাষ্ট্রীয় আইনে মালিকের শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে। কারণ অসহায় শ্রমজীবি মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন মালিকদের খেয়াল খুশির ওপর ছেড়ে দেয়া যায়না। এ ব্যাপারে সরকারের আইনও কার্যকর থাকতে হবে।

مَا اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ وَ لِذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ.

"আল্লাহ তা'আলা যা কিছু (ধন সম্পদ) জনগনের কাছ থেকে নিয়ে তার রাসূলের নিকট ফিরিয়ে দিয়েছেন,তা হচ্ছে আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য,আত্বীয় স্বজন, ইয়াতিম, মিসকীন ও পথচারীর জন্য। যেন তা (সম্পদ) কেবল বিত্তশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়"। (সূরা হাশরঃ ৭)

ইসলামী সমাজে সকল শ্রমিক ও নাগরিক অবসরকালীন ভাতা পাবে এবং সকল অসহায় মানুষ বয়স্ক ভাতা পাবে।

১৭. শিশু শ্রম

ইসলাম ছোটদের প্রতি দয়া দেখানোর নির্দেশ দিয়েছে। ছোটদেরকে যত্নসহকারে লালন-পালন করে আগামী দিনের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা একটি জাতীয় ও ঈমানী দায়িত্ব। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের দ্বারা কঠোর পরিশ্রম করানো মানবতা বিরোধী কাজ।

তাই আল-কুরআনের ঘোষণা: لاَ تُكَلَّفُ اللهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কাউকে তার শক্তির অতিরিক্ত কষ্ট দেন না"। (অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দেন না)। (সূরা বাকারা: ২৮৬)

অতএব কোন মানুষ কোন মানুষকে কাজের মাধ্যমে অতিরিক্ত কষ্ট দেয়া কুরআনের নির্দেশের বিরোধী কাজ। বরং ছোটদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবার তাকিদ দিয়ে মহানবী (সা.) ঘোষণা করেছেন:

عن عمرو بن شتعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا ـ

"অধীনস্তদের খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের উপর অধিক কাজের ভার চাপানো যাবেনা"। (মুসলিম, আবু দাউদ)

আজকের বিশ্বে মানুষ তাদের স্বার্থের অনুকূল কাজ করাবার জন্যে এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় সফলতা লাভের লোভে অধিক অর্থ উপার্জনের নেশায় অসহায় মানুষগুলোকে পশুর মত খাটিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, বরং অল্প বয়স্ক শিশুদেরকেও পশুর মত কাজে লাগিয়ে তাদের আগামী দিনের কর্ম ক্ষমতা ধ্বংস করে দিচ্ছে। এ জন্যে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক মানসিকতা সমানভাবে দায়ী। মাসিক চেরাগেরাহ সোশ্যলিজম সংখ্যায় দেখানো হয়েছে যে, "রাশিয়ায় চৌদ্দ বছরের কিশোর বার থেকে ষোল ঘন্টা ক্ষেতে খামারে, কল-কারখনায় কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বার বছরের বালকেরা পর পর তিন দিন কাজ করার পর অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। তবুও কর্তাদের অন্তরে সামান্যতম দয়ার উদ্রেক হয় না"। শিশুদের প্রতি যত্নবান হয়ে তাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য গড়তে হবে।

১৮. সকল ধরনের ভয়ভীতি থেকে নিরাপত্তা

মালিকের শক্তির তুলনায় একজন শ্রমিক ব্যক্তিগতভাবে খুবই অসহায়। সব সময় সে মালিকের শক্তির কাছে নিজেকে অসহায় মনে করে, মালিককে ভয় পাচ্ছে, যে কোন সময় তার চাকুরী হারাতে পারে, তার মান মর্যাদার প্রতি আঘাত আসতে পারে। তাই মালিকের জুলুম-অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ট্রেড ইউনিয়ন করে ঐক্যবদ্ধ হতে হচ্ছে, যাতে করে মহান আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার কোন শক্তি ক্ষুন্ন করতে না পারে। আল্লাহতালা বলেন,

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ- الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

"এ ঘরের রবের ইবাদত কর। যিনি তোমাদেরকে ক্ষুধা হতে রক্ষা করে খেতে দিয়েছেন এবং ভয় ভীতি হতে বাঁচিয়ে নিরাপত্তা দান করেছেন"। (সূরা কুরাইশ : ৩-৪)

পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার থাকলেও পুঁজিবাদীদের অর্থের লোভের মুখে শ্রমিক নেতারা বিক্রি হচ্ছে এবং সাধারণ শ্রমিকদের স্বার্থ ব্যাহত হচ্ছে। এটা হচ্ছে পুঁজিবাদীদের ষড়যন্ত্র। ইউনিয়ন করার অধিকার দিয়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। রাশিয়ায় ১৯২০ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টির নবম কংগ্রেস অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সরকারের বিরোধিতা প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্রীয় দর্শনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ও বর্জুয়া মনোভাব প্রকাশ করা। তাই সেখানে শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া নিয়ে মিছিল করা, বিক্ষোভ প্রদর্শন, হ্যান্ডবিল-পোষ্টার লাগালো আইনগতভাবে নিষিদ্ধ। ইসলমী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ মানুষকে ভয় পাবেনা। ভয় থাকবে শুধু আল্লাহর।

১৯. চাকরীতে পদোন্নতি

চাকরিতে পদোন্নতি অবশ্যই প্রয়োজন। এতে লোকেরা কাজে উৎসাহ পায় এবং নিজেদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাবার চেষ্টা করে। পদোন্নাতি যোগ্যতার ভিত্তিতে হওয়াই ইনসাফের দাবী। যোগ্যতার সাথে সাথে

চাকুরির সিনিয়রিটি ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা প্রয়োজন। স্বজন প্রীতি, আঞ্চলিকতা ও পক্ষপাতিত্ব পরিহার করা প্রয়োজন। সার্বিক উপযুক্ততার বিচারে চাকুরিতে পদোন্নতি পাওয়া একটি অধিকার। এ অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা অপরাধ।

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

"ধন সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে নির্ধারিত করেছেন, তোমরা তা নির্বোধ লোকদের হাতে ছেড়ে দিও না। অবশ্য তাদের খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা কর এবং তাদেরকে সদুপদেশ দাও"। (সূরা নিসা: ৫)

যোগ্য লোকদের পদোন্নতী ইসলামের দাবি। তবে চাকরি হতে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। ইসলামী সমাজে যোগ্য লোকেরাই কেবল চাকরিতে পদোন্নতি পাবে। ক্ষমতা, রাজনৈতিক প্রভাব ও স্বজনপ্রীতি বিবেচ্য বিষয় হবে না।

২০. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

শিক্ষার সুযোগ লাভ প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার থেকে শ্রমিক সমাজ ও তাদের উত্তরসূরীদেরকে কেউ বঞ্চিত করতে পারে না। মালিক যদি শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে সরকারকে সকল শ্রেণীর নাগরিকের শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার শ্রমিকদেরকে কর্মক্ষম করে তুলতে হবে এবং শ্রমিকদের ছেলে-সন্তানদের লেখা পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ট্রেনিং এর মাধ্যমে শ্রমিকগণ দক্ষতা অর্জন করে পদোন্নতি লাভ ও অধিক মজুরী পেতে পারে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক অধিক উৎপাদনে সাহায্য করতে পারে। ইসলামী সমাজে সকলের জন্যে শিক্ষা বাধ্যতামূলক। শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেকটি মানুষ তার দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবে এবং পৃথিবীতে জীবন ধারনের জন্যে বাস্তব জ্ঞানও লাভ করবে। মানুষ এমন জীব যে, জ্ঞানার্জন ব্যতীত সে পৃথিবীতে একেবারে অসহায়। তাই ইসলামের প্রথম বাণী 'জ্ঞান শিখ':

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ ـ

"পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন"। (সূরা আলাক্বঃ ১)

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

"বলে দিন, যাদের জ্ঞান আছে এবং যাদের জ্ঞান নেই, তারা কি সমান হতে পারে?" (সূরা যুমারঃ ৯)

হুজুর (সা.) বলেছেনঃ

ان الله يحب الصانع الحاذق ـ طلب العلم فريضة على كل مسلم ـ

"প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে জ্ঞানার্জন করা ফরজ"। (বুখারী)

হযরত খালেদ (রা.) হীরা নামক স্থানের অমুসলমানদের জন্যে যে চুক্তিপত্র লিখেছিলেন, তাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বৃদ্ধা হয়ে যাবে কিংবা যে ব্যক্তি কোন আকস্মিক বিপদে পতিত হবে অথবা যে দরিদ্র হয়ে যাবে, তার নিকট হতে যিজিয়া আদায় করার পরিবর্তে মুসলমানদের বায়তুল মাল হতে তার এবং তার পরিবারের জীবিকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। মুসলমানদের ব্যাপারেও একই নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে। (ইমাম আবূ ইউসূফঃ কিতাবুল খারাজ ৮৫ পৃ.)

২১. ছুটির ব্যবস্থা

শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের জন্য বিশ্রাম, আপনজনদের সাথে একত্রে থাকা, পারিবারিক ও সামাজিক কাজকর্মে উদ্দীপনা ইত্যাদির জন্য সাপ্তাহিক ও বাৎসরিক ছুটি প্রয়োজন। একজন মানুষ হিসেবে সব দায়িত্ব পালন করার সুযোগ প্রদান করতে হবে। শত ব্যস্ততার মধ্যেও এসব দায়িত্ব পালন করার তাগিদ ইসলামে রয়েছে। ইসলাম পূর্ব যুগে দাস প্রথা ছিল। মালিকের মর্জির বাহিরে স্বাধীনভাবে কোন কাজ করতে পারত না। ইসলাম এসে তাদেরকে মুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে। আল্লাহ বলেন,

يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের প্রতি সহজতা ও নম্রতা আরোপ করতে চান, কঠোরতা ও কঠিনতা আরোপ করতে ইচ্ছুক নন" (সূরা বাকারা : ১৮৫)

নবী করিম (সা.) বলেছেন, তোমরা তোমাদের কর্মচারীদের থেকে যতটা হালকা কাজ নেবে, তোমাদের আমলনামায় ততটা পুরস্কার ও পুণ্য লেখা থাকবে। (তারগীব ও তারহীব) সুতরাং ইসলামী শ্রমনীতিতে মাতৃকালীন ছুটিসহ সকল ধরনের ছুটির ব্যবস্থা থাকবে।

২২. ন্যায় বিচার লাভের অধিকার

ইসলাম এর ন্যায় বিচার জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী, নির্বিশেষে সকলের জন্যে উন্মুক্ত এবং সকলের জন্যে সমান। রাষ্ট্রের একজন নগন্য নাগরিক থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্র প্রধান পর্যন্ত সকলের জন্যেই বিচারের রায় সমান এবং সবাইকে অপরাধের জন্যে সমান শাস্তি ভোগ করতে হবে। রাষ্ট্র প্রধানের কাছ থেকে ন্যায় বিচার লাভ করা প্রত্যেকটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। আল কুরআনে ন্যায় বিচারের কঠোর নির্দেশ রয়েছে:

وَاِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ

"তোমরা যখন লোকদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করবে, তখন অবশ্যই ন্যায় বিচার করবে।" (সূরা নিসা: ৫৮)

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلٰى أَلَّا تَعْدِلُوا

"কোন বিশেষ শ্রেণীর লোকদের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের কোন রকম অবিচার করতে উদ্বুদ্ধ না করে। (সূরা মায়েদা: ৮)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَا للّٰهُ أَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا-

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে ন্যায় নীতি নিয়ে শক্তভাবে দাঁড়াও। আল্লাহর জন্যে স্বাক্ষী হও। তোমাদের সুবিচার যদি তোমাদের নিজেদের

পিতা-মাতা ও নিকটত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়। আর পক্ষদ্বয় ধনী কিংবা গরীব যাই হোকনা কেন তাদের সকলের অপেক্ষা আল্লাহ উত্তম। তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে ন্যায় বিচার হতে বিরত থেকোনা।" (সূরা নিসাঃ ১৩৫)

হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলের ওপরে আল্লাহর দণ্ডবিধি কার্যকরী কর। আল্লাহর ব্যাপারে যেন কোন অত্যাচারী তোমাদেরকে বাধা দিয়ে রাখতে না পারে। (ইবনে মাজাহ)

আজকের বিশ্বে বিচার ব্যবস্থা ক্ষমতাসীন সরকার, পুঁজিপতি ও প্রভাবশালী লোকদের হাতে বন্দী, ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে প্রভাব খাটিয়ে বিচারের রায় উল্টে দেয়া হচ্ছে। অর্থের বিনিময়ে বিচারের রায় বেচা কেনা হচ্ছে। তাই গরীব ও শ্রমিক সমাজ ন্যায় বিচার লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত।

সমাজতান্ত্রিক দেশে যাদের কাছে বিচার চাওয়া হবে তারাই শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন চালাচ্ছে। যে সরকার শ্রমিকদের দয়া করে দুবেলা খাবার দিচ্ছে, পরিধানের কাপড় দিচ্ছে, থাকার ঘর দিচ্ছে, রোগে ঔষধ যোগাচ্ছে সে সরকারের অধীনে বাঁচার অধিকার থাকবে কি? বিখ্যাত রুশীয় ও কম্যুনিষ্ট নেতা মিঃ ভাইসিক্সী নিজের দেশের আইন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেন:

"আমাদের দেশের আদালত যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তাদের সামনে কোন ন্যায়নীতির মাপকাঠি থাকেনা। বরং মূল লক্ষ্য হল সাধারনের রুশ সরকারের নীতির মর্যাদা সমুন্নত রাখা।" (Law of the USSR)

২৩. মালিকের মেয়েকে শ্রমজীবি মানুষের বিবাহ করার অধিকার

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَالَ اِنِّىْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ۔

"শোয়ায়েব (আ.) মূসা (আ.) কে বললেন, আমি আমার দুইজন মেয়ের মধ্য হতে একজনকে আপনার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে তুমি আট বছর আমার কাজ করিবে"। (সূরা কাসাসঃ ২৭)

শোয়ায়েব (আ.) মালিক আর মূসা (আ.) হলেন শ্রমিক। আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে দিলেন, শ্রমিক মালিকের মেয়েকে বিবাহ করতে পারবেন এবং তাতে সম্মান নষ্ট হয়না।

"তোমরা কি দেখনা, আমি যায়েদকে গোলামী থেকে মুক্ত করে দিয়ে আপন ফুফাতো বোন যয়নব (রা.) কে তার (যায়েদ) সাথে বিবাহ দিয়েছি এবং বেলাল (রা.)-কে মোয়াজ্জিন নিযুক্ত করেছি। এজন্য যে, তারা আমার ভাই।" (খোতবাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

একনজরে ইসলামী শ্রমনীতির কতিপয় সুফল

ইসলামের শ্রমনীতির সুফল সমাজের সকল স্তরে পরিব্যাপ্ত। এর দ্বারা শ্রমিক-মালিক নির্বিশেষে সকল মানুষই লাভবান হবে। বরং এই শ্রমনীতি অনুসরণ করলে সামাজিক শান্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে গোটা মানবসমাজ উপকৃত হবে। নিম্নে একজনজরে ইসলামী শ্রমনীতির কতিপয় সুফল সংক্ষেপে তুলে ধরা হল:

- এটি সমাজের প্রতিটি মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি জাগ্রত করে।
- পরস্পরের হিতাকাংখী হয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে।
- প্রত্যেককে নিজের অধিকার লাভের ব্যাকুলতার পাশাপাশি নিজের দায়িত্বের ব্যাপারেও সচেতন করে।
- নিজের দায়িত্ব পালনে ঘাটতি/কমতি থাকলে নিজের অধিনস্থকেও তার দায়িত্বের ব্যাপারে এত বেশি কড়াকড়ি করতে বারণ করে।
- শ্রমিককে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপাতে নিষেধ করে।
- শ্রমিকের জন্য দায়িত্ব পালন কঠিন হয়ে যেতে দেখলে তার দায়িত্ব হালকা করে দেয়ার মানসিকতা তৈরি হয়।
- পারিশ্রমিকের দিক দিয়ে শ্রমিককে না ঠকানোর মনোবৃত্তি জন্ম নেয়।
- মনুষ্যবোধ, সহমর্মিতা ও বিবেকবোধ জাগ্রত করে।
- মালিকের সাথে শ্রমিকের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং সে তার হিতাকাংখী হয়ে সর্বোচ্চ মানের সেবা দেয়ার চেষ্টা করে।
- নিজের অসহায়ত্ব ও পরনির্ভরশীলতার গ্লানি অনুভূত হয়।

- কাজ শেষ হয়ে গেলে সাথে সাথেই পারিশ্রমিক দিয়ে দেয়ার ব্যাপারে গড়িমসি করার প্রবণতা দূর হয়।
- শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করার আগেই তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে নেয়ার অভ্যাস তৈরি হয়।
- নিজের কাজ নিজে করার ব্যাপারে আগ্রহের সৃষ্টি করে।
- মিল, কারখানা ও অন্যান্য সকল স্থানে উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।
- মালিক-শ্রমিক নির্বিশেষে সকলেরই আয় বৃদ্ধি পায় এবং সামাজিক উৎকর্ষ সাধিত হয়।
- এ নীতির মাধ্যমে সামাজিক শান্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হবে।
- সর্বোপরি, মহান আল্লাহর প্রতি নিজের দায়িত্বানুভূতি শানিত হয়।

উপসংহার

আল্লাহ তা'আলার মনোনীত দ্বীন মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন, উভয় জগতের নিশ্চিত কল্যাণ ও সফলতার একমাত্র ব্যবস্থা। মানব জীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগের মত কাজ–কর্ম, পেশা, শ্রম দেয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাই ইসলামে অন্যান্য বিষয়ে যেমন এর ভারসাম্যপূর্ণ, শাশ্বত, বাস্তবধর্মী ও মানবধর্মী বিধি–বিধান এবং নীতিমালা রয়েছে, একইভাবে শ্রমিক ও কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষ ও পক্ষগুলোর জন্যও সুনির্দিষ্ট, সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা রয়েছে। উপরের আলোচনা থেকে প্রতিয়মাণ হয়েছে যে, ইসলামের শ্রমনীতি প্রকৃতপক্ষেই পেশা ও কর্ম সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ; মালিক ও শ্রমিকের জন্য প্রণীত নীতিমালা সত্যিই মহা কল্যাণকর। ইসলামী নীতিতে কাজের বিশাল মর্যাদা রয়েছে। কাজহীন মানুষকে সমাজের জন্য মানহানীকর হিসেবে উল্লেখ করেছে। বৈধ–অবৈধ কাজের সীমারেখা টেনে দেয়া হয়েছে। কারণ বৈধ ও পবিত্র বস্তু মানুষের জন্য কল্যাণকর। অবৈধ বস্তু মানুষের জন্য সাধারণতঃ অকল্যাণ ও ক্ষতিকর। একইভাবে ইসলাম প্রণীত শ্রমিকের মর্যাদা, দায়িত্ব–কর্তব্য এবং তার অধিকারের উপর পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা দিয়ে শ্রমজীবি মানুষের সার্বিক কল্যাণের নিশ্চয়তা দিয়েছে। আবার মালিকের দায়িত্ব–

কর্তব্য এবং তার অধিকারের ব্যাপারেও ইসলাম সুরক্ষা দিয়েছে। প্রত্যেকের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং সাথে সাধারণ নীতিমালা; সব মিলে শ্রমনীতি হলো মানবজাতির জন্যে শান্তি–নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা এবং পৃথিবীর জন্য কল্যাণকর উন্নতি ও সমৃদ্ধির এক মহাব্যবস্থা। শ্রমিক/কর্মী, মালিকের পরস্পরের অধিকার, পাওনা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ নীতিমালা দেয়া হয়েছে শুধু তাই না সাথে সাথে গ্রাহক, সেবা প্রার্থী, দর্শনার্থীসহ ভোক্তাগণের প্রতি তাদের আচার-আচরণ সংক্রান্ত নীতিমালাও রয়েছে। ভারসাম্যপূর্ণ এই নীতিমালা সকল পক্ষের অধিকার সংরক্ষিত করেছে। মানুষের অধিকারের পাশাপাশি মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার অধিকার এখানে উপেক্ষিত হয়নি। সেগুলো সময় মতো পরিপালনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। পার্থিব স্বার্থ ও সুবিধা পরিপূর্ণভাবে পাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করেও পরকালীন কল্যাণ ও সফলতার বিধি-বিধানও দেয়া হয়েছে। তাই ইসলামের শ্রমনীতি এক অনুপম, সার্বজনীন ও চিরশাশ্বত নীতিমালা। আধুনিক বিশ্বের অস্থির ও বৈষম্যপূর্ণ শ্রমব্যবস্থায় শ্রমিক মালিকের মধ্যে শুধু হিংসা–বিদ্বেষ ও বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বঞ্চিতদেরকে তাদের অধিকার রক্ষায় অনেক ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। মানবতা সেখানে পদদলিত হচ্ছে। যা পৃথিবীর সার্বিক পরিবেশকে অস্বস্তিকর করে তুলছে। মানুষ শান্তির বদলে অশান্তির দাবানলে জ্বলছে। কিন্তু ইসলামী শ্রমনীতির অনুসরণের ফলে মালিক ও শ্রমিক পক্ষ তাদের নিজেদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করতে পারে। তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় মানবিক সুসম্পর্ক, সম্প্রীতি, যার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে শ্রমিক, মিল–কারখানা, শিল্প ও কর্মস্থলে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। মান, পরিসংখ্যান, পরিকল্পনা সবকিছুতেই উন্নতির পরশ লাগে। শ্রমিক–মালিক, ঊর্দ্ধতন, অধস্তন ইত্যাদির ভেদাভেদ, হিংসা–বিদ্বেষ, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ঘৃণা, জিঘাংসা, তুচ্ছ–তাচ্ছিল্য মনোভাবসহ সকল ক্ষতিকর উপসর্গের অবসান হয়। ইসলামেই কেবল এমন ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা এবং চির কল্যাণকর মহা ব্যবস্থা রয়েছে।

সমাপ্ত

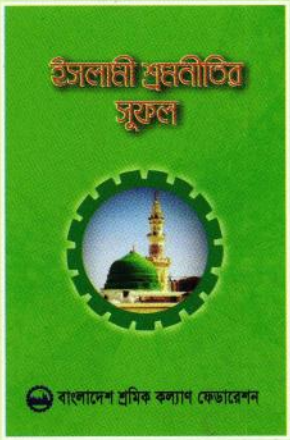

কল্যাণ প্রকাশনী